ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকটে ত্রিপুরা সরকার,

৫৪টি বিভিন্ন স্কিমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থই পায়নি রাজ্য

জয়ন্ত দেবনাথ

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২০-২১ সালের নতুন বাজেট সংসদে পেশ হয়ে গেছে কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার কম করেও ৫৪টি বিভিন্ন স্কিমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থই পায়নি। আর ৩৯ টি খাতে ত্রিপুরা সরকার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় খাতে বরাদ্দকৃত প্রাপ্য অর্থের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে কম অর্থ পেয়েছে। অবশ্য একাদিক খাতে কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ফাণ্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু অর্থ মঞ্জুরি খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে।

বিভিন্ন প্রজেক্ট, স্কিম ও কেন্দ্রীয় শেয়ারের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার ১২৭৬৩.৩০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাওয়া গেছে মাত্র ৬৫৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য প্রাপ্য অর্থের চেয়ে ৬১৭৮.২০ কোটি টাকা কম পেয়েছে। কাঙ্খিত অর্থ না পাওয়ায় তীব্র অর্থ সংকটে পড়ে গেছে ডাবল ইঞ্জিনের ত্রিপুরা সরকার। অথচ ২০১৯-২০ অর্থ বছর শেষ হতে আর মাত্র ২ মাস বাকি। এই অবস্থায় দিল্লীতে স্বদলীয় সরকার ক্ষমতাসীন থাকার পরও রাজ্যের এই বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিজেপি- নেতারা বা বিজেপি -আইপিএফটি জোট সরকারের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে বলতেও পারছেনা। এমনিতেই পূর্বতন বাম সরকার প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা দেনা রেখে যায়, যা সুদে আসলে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা।

রাজ্য অর্থ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী প্রায় দুই শতাধিক বিভিন্ন স্কিম ও খাতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই ১২৭৬৩.৩০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে যে স্কিমে এক টাকাও পায়নি নীচের সারণীতে তা দেওয়া হলোঃ-

ক্রমিক নং	স্কিমের নাম বা খরচের খাত	প্রাপ্য অর্থ (লাখের হিসাবে)	প্রাপ্ত অর্থ (লাখের হিসাবে)
১	নিরাপত্তা সম্পর্কিত খরচ	১৭০০.০০	০.০০
২	অন্নপূর্ণা প্রকল্প (এনএসএপি) (খাদ্য বিভাগ)	৫০.০০	০.০০
৩	এসসি শিক্ষার্থীদের (বালক ও বালিকা) ছাত্রাবাস সম্পর্কিত খরচ	৪২৫.০০	০.০০
৪	তপশিলিদের বিকাশে প্রকল্প (অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়)	৩৩৬.০০	০.০০
৫	তপশিলিদের বিকাশে বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান এসসিএ থেকে এসসিএসপি (অবকাঠামো উন্নয়ন / পিএমএজিওয়াই)	১০০০.০০	০.০০
৬	এসটি শিক্ষার্থীদের (বালক ও বালিকা)ছাত্রাবাস সম্পর্কিত খরচ	২০০.০০	০.০০
৭	মাদ্রাসা, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য প্রকল্প	৩৫০.০০	০.০০
৮	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম	১০০.০০	০.০০
৯	পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (পিএমকেভিওয়াই)	১০০.০০	০.০০
১০	কৃষি আদমশুমারি (এসিইউ)	৮৩.০০	০.০০

১১	প্রধানমন্ত্রীর ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই)	১০.০০	০.০০
১২	দুগ্ধ বিকাশের জাতীয় পরিকল্পনা /ডেয়ারি বিকাশ অভিযান	৫০০.০০	০.০০
১৩	জাতীয় প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	৩০০.০০	০.০০
১৪	জাতীয় প্রাণীসম্পদ পরিচালনা কর্মসূচি	৩০০.০০	০.০০
১৫	এনএফডিবি প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০০.০০	০.০০
১৬	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডাব্লুএমপি) / প্রধানমন্ত্রীর কৃষিক্ষেত্র (পিএমকেএসওয়াই) (হর ক্ষেত কো পানি)	২০০০.০০	০.০০
১৭	সেচ বেনিফিট প্রোগ্রাম (এআইবিপি) এবং অন্যান্য জল সম্পদ প্রোগ্রাম	২০০.০০	০.০০
১৮	সীমান্ত অঞ্চল (এআইবিপি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা) সম্পর্কিত রিভার ম্যানেজমেন্ট ক্রিয়াকলাপ	১৭৫৭.০০	০.০০
১৯	সেচ শুমারি	৫০.০০	০.০০
২০	চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৯৫৭.২৮	০.০০
২১	টারশিয়েরি কেয়ার প্রোগ্রাম	৩০০.০০	০.০০
২২	মেডিসিন প্ল্যান্ট ও আয়ুষ মিশন	১.০০	০.০০
২৩	প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসওয়াই) / আয়ুস্মান ভারত/ প্রধানমন্ত্রী জন স্বাস্থ্য যোজনা (পিএমজেএওয়াই) (নতুন)	৪৯০৩.০০	০.০০
২৪	জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (আরএমএসএ) সমগ্র শিক্ষা অভিযান	৫১৮৯.০০	০.০০
২৫	জাতীয় পুষ্টি মিশন (আইএসএসএনআইপি সহ)	১৭০০.০০	০.০০
২৬	জাতীয় ক্র্যাঞ্চ প্রকল্প	৩০০.০০	০.০০
২৭	ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা (আইজিএমএসওয়াই) (পূর্ণ শক্তি কেন্দ্র) এবং (মহিলা শক্তি কেন্দ্র) সহ নারীর ক্ষমতায়নের জাতীয় মিশন	১০৭.২৫	০.০০
২৮	প্রধানমন্ত্রীর মাতৃ বন্দনা যোজনা / মাতৃত্ব বেনিফিট প্রোগ্রাম	১.০০	০.০০
২৯	এনআরএলএম-এর অধীনে দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (ডিডিইউ-জি কেওয়াই)	১৫০০.০০	০.০০
৩০	দক্ষতা উন্নয়ন মিশন	৩২৩৩.৭৫	০.০০
৩১	সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা(সিএএসপি)প্রকল্পে সহায়তা	১০০.০০	০.০০
৩২	স্মার্ট সিটি মিশন (এসসিএম)	১৫০০০.০০	০.০০
৩৩	পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর আধুনিকীকরণের আওতায় সিসিটিএনএস প্রকল্প	১.০০	০.০০
৩৪	শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রুর্বান মিশন	৪৪৫৫.০০	০.০০
৩৫	বিদেশি সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প গুলির জন্য এসিএ (EAPs)	৩৩৮০.০০	০.০০
৩৬	সোনামুড়া টাউন হল (সিএসএস)	১৫৭২.৭২	০.০০
৩৭	কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন-ভর্তুকি	৩০০০.০০	০.০০
৩৮	রাজীব আবাস যোজনা (এমওএইচপিইউ)	২৩৮৭.০০	০.০০
৩৯	জাতীয় ভূমি রেকর্ড মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম (এনএলআরএমপি)	৮৬৬.০০	০.০০

৪০	রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (আরজিএসওয়াই))	১৩৫০.০০	০.০০
৪১	পিডিএস সংস্থার কম্পিউটারাইজেশন	১০০.০০	০.০০
৪২	ক্ষুদ্র সেচ পরিসংখ্যান প্রকল্প	২০.০০	০.০০
৪৩	জাতীয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প	২০০.০০	০.০০
৪৪	কনজিউমার হেল্পলাইন	১০.৫০	০.০০
৪৫	অর্থনৈতিক আদমশুমারি (6th এবং 7th) / আর্থ-সামাজিক জরিপ / অ-কর্মসংস্থান জরিপ	২২৫.০০	০.০০
৪৬	জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর)	১০.০০	০.০০
৪৭	অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর (ইবিসি) বিকাশের প্রকল্প	১.০০	০.০০
৪৮	এফসিআই কর্তৃক ফুড স্টোরেজ গোডাউন (সিএসএস) নির্মাণ	৭০০.০০	০.০০
৪৯	ত্রিপুরা বিধানসভার জন্য ই-বিধান প্রকল্প	৩.০০	০.০০
৫০	প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ গ্রাম যোজনা (পিএমএজিওয়াই)	১০০.০০	০.০০
৫১	পিডিএস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫.০০	০.০০
৫২	ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অফ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (আইএমপিডিএস) –সিএএসপি	২৬.০০	০.০০
৫৩	আঞ্চলিক খাদ্য পরীক্ষাগার-সিএসএস	৯.০০	০.০০
৫৪	সৈনিক কল্যাণ প্রকল্প	১৮০.৭২	০.০০

সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম আমলে তৎকালীন সরকার গুলির একটিই শ্লোগান ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কাঙ্ক্ষিত হারে রাজ্যকে অর্থ দিচ্ছেনা। তাই কেন্দ্র বিরোধী মিছিল মিটিং রাজ্য জুড়ে লেগেই থাকতো। কিন্তু গত ২২ মাসের বিজেপি আইপিএফটি জোট জমানায় দেখা যাচ্ছে বিপরীত চিত্র। কেন্দ্র কাঙ্ক্ষিত হারে প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব স্বয়ং বলে বেড়াচ্ছেন কেন্দ্র রাজ্যকে অঢেল অর্থ দিচ্ছেন। তিনি প্রতিবারই দিল্লী থেকে ফিরে এসে শত শত কোটি টাকার বিশেষ প্রাপ্তির কথা রাজ্যবাসীকে শুনিয়ে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে রাজ্য অর্থ দপ্তরের হিসাব অন্য কথা বলছে।

রাজ্য অর্থ দপ্তরের ২৪শে জানুয়ারী ২০২০ সালের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ‘শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস’- খাতে ৬৬৫৬ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র ৩৪২৭.২৪ কোটি টাকা। একই রকমভাবে ‘গ্যাপ গ্রেন্ট’ খাতে পাওয়ার কথা ছিল ৮৭৫ কোটি। কিন্তু পাওয়া গেছে ৭২৯.১০ কোটি। এফ সি এওয়ার্ড (Local Bodies Grant) হিসাবে পাওয়ার কথা ছিল ১৬৯ কোটি টাকা। কিন্তু পাওয়া গেছে মাত্র ১৫৪.০৬ কোটি টাকা। লোক্যাল বডি গ্র্যান্ট (আরবান) খাতে পাওয়ার কথা ৬৮.২৬ কোটি টাকা। কিন্তু পাওয়া গেছে ৬৩.৪৪ কোটি টাকা। লোক্যাল বডি গ্র্যান্ট রুরাল খাতে পাওয়ার কথা ১০১.৭১ কোটি টাকা। কিন্তু পাওয়া গেছে মাত্র ৯০.৬২ কোটি টাকা। জিএসটি কম্পেন্সেশান স্কিমে পাওয়ার কথা ছিল ১৮২.৪০ কোটি কিন্তু পাওয়া গেছে ১৭১ কোটি। একই রকমভাবে এমজিএন রেগা প্রকল্পে পাওয়ার কথা ছিল ১০০০ কোটি, পাওয়া গেছে মাত্র ১১৫.১৯ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ভাতা, বিভিন্ন স্কলারশিপ/স্টাইপেন্ড খাতেরও বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় শেয়ারের টাকা ২০১৯-২০ অর্থবছরে পুরোটা এখনও পাওয়া যায়নি।

শুধু ফিনান্স কমিশন-এর গ্র্যান্ট বা শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস, এমজিএন রেগা প্রকল্পে বা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ভাতা, বিভিন্ন স্কলারশিপ/স্টাইপেন্ড খাতেই ত্রিপুরা সরকার এবছর দিল্লী থেকে কম টাঁকা পেয়েছে এমনটা নয়, কম করেও ৩৯ টি খাতে ত্রিপুরা সরকার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অর্থ অস্বাভাবিক ভাবে কম পেয়েছে। এবং ৫৪টি বিভিন্ন স্কিমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থই পায়নি।

অর্থ বছরের আর মাত্র দুই মাস সময় বাকি। এই অবস্থায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় খাতের অর্থ কম আসায় রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গুলির কাছে পুরানো যেসব স্কিমের অর্থ নানা কারনে অব্যয়িত ছিল সেই অর্থ রাশিও বহু দপ্তর অন্য খাতে খরচ করে ফেলছেন। যেসব কর্পোরেশনের কাছে জমাকৃত অতিরিক্ত ফান্ড রয়েছে, রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর সাড়ে সাত শতাংশ সুদের প্রলোভন দিয়ে সেই অর্থ চেয়ে সার্কুলার পাঠিয়েছে বিভিন্ন কর্পোরেশন বা নিগম সমূহের কাছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, আগামী মাসের পর থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা সবাই বেতন পাবেন কিনা বা দিতে পারবেন কিনা এনিয়ে দপ্তর প্রধানরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। প্রতিটি সরকারী দপ্তরের দেনা বেড়ে গেছে। ঠিকাদার, কন্ট্রাক্টার সাপ্লায়ারদের বকেয়া অর্থ পেমেন্ট করা যাচ্ছেনা। বহু পুরানো বকেয়ার অর্থরাশিতো বটেই বিজেপি আইপিএফটি জোট জামানায় বরাত প্রদান করা হয়েছে এমন ঠিকাদারি কাজের বিলও মেটানো যাচ্ছেনা।

গত বিধানসভা এবং ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে যেসব ঠিকাদারি সংস্থা এবং সাপ্লায়াররা ভোটের সময় গাড়ী ভাড়া বা বিভিন্ন জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিলেন এমন বহু ঠিকাদার, সাপ্লায়ার তাদের বকেয়া অর্থ রাশি এখনো পাননি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত খরচ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৮২ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু পাওয়া গেছে মাত্র ২০.৫ কোটি টাকা। একই রকমভাবে নিরাপত্তা খাতে ১৭ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু এক টাকাও পাওয়া যায়নি। এমনকি রিয়াং শরনার্থীদের দেখভালের খরচ হিসাবে ৩৫ কোটির মধ্যে পাওয়া গেছে মাত্র ১৪ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ত্রিপুরাকে কোন খাতে কত টাকা দিয়েছে বা বরাদ্দকৃত রাজ্যের প্রাপ্ত অর্থ প্রদান করেনি বা কম দিয়েছেন, নীচের সারনীটির দিকে একবার চাক্ষুস করলে তা স্পস্ট হয়ে যাবেঃ-

ক্রমিক নং	স্কিমের নাম বা খরচের খাত	প্রাপ্য অর্থ (লাখের হিসাবে)	প্রাপ্ত অর্থ (লাখের হিসাবে)
১	রিয়াং শরণার্থী	৩৫০০.০০	১৪০০.০০
২	এস সি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রকল্প	৪৭৫.০০	১০০.০০
৩	নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যয়	৮২০০.০০	২০৫.০০
৪	ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্প (আইজিএনডিপিএস)	১০৯.০০	৭৫.৯৮
৫	জাতীয় ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (এনএফবিএস)	২৩০.০০	১০১.৩৫
৬	উপজাতীয় উপ পরিকল্পনা (টিএসপি) / এসসিএ থেকে টিএসএস	২০০০.০০	১৩৬২.৯৭
৭	প্রধানমন্ত্রীর জন বিকাশ কার্যক্রমে (সংখ্যালঘুদের জন্য বহু সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)	৬০০০.০০	৫৫৪.৫৫
৮	রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই)	৮০০০.০০	২৭৩৫.০০
৯	জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন (এনএফএসএম)	২৯০০.০০	৩৯৯.৭৬
১০	জাতীয় তেলবীজ ও তেল পাম মিশন (এনএফএসএম)	২৫০.০০	৮৭.৯৪
১১	রেইনফিড এরিয়া ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম	৯০০.০০	২৪০.০০
১২	কৃষি প্রযুক্তি ম্যানেজমেন্ট (এটিএমএ)	৭৫০.০০	৪১৮.০৫
১৩	এনএমইইটির আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্পর্কিত সাব মিশন	৬৫০০.০০	৩৫০০.০০

১৪	জাতীয় ই-গভর্নেন্স প্লান এগ্রিকালচার (এনই-জিপিএ)	৪০০.০০	১১৫.০০
১৫	কৃষি পরিসংখ্যানের উন্নতি (ইএ)	২৫০.০০	৪৮.০০
১৬	ইন্দিরাগান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা	৪৫৪৭.০০	৩৮৪৪.৬৯
১৭	এমজিএন রেগা	১০০০০০.০০	১১৫১৯.০৬
১৮	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডাব্লুএমপি) / প্রধান কৃষি কৃষিক্ষেত্র যোজনা (পিএমকেএসওয়াই) (কৃষি মন্ত্রক)	৩২০০.০০	১৮০০.০০
১৯	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডাব্লুএমপি) / প্রধানমন্ত্রীর কৃষিক্ষেত্র (পিএমকেএসওয়াই) (গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক)	৪০০০.০০	১০৭৫.০০
২০	প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিএসওয়াই)	২৫০০০.০০	৯৮.০০
২১	ইন্দিরা আবাস যোজনা (আইএইএ) / প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) –রুরাল	৩৬৬৬০.০০	১৭১৫৭.০২
২২	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএইওয়াই) (আরবান) এর আওতাধীন অনুদান	২৯৬৮০.০০	৬০১৪.৮২
২৩	জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কার্যক্রম (এনআরডিডাব্লুপি)	১০০০০.০০	৪৪৮৬.৪৪
২৪	নির্মল ভারত অভিযান (এনবিএ) / স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) (ডিডাব্লুএস)	১২০০০.০০	৪৭৬৬.৩০
২৫	স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) (আরবান)	২০০০.০০	৭৭৬.০০
২৬	প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ (এসটি)	৫৯২.৯০	১০০.৪৩
২৭	রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযান (রুসা)	১০০০.০০	৪১৯.৬৫
২৮	ইন্টিগ্রেটেড শিশু উন্নয়ন পরিষেবা (আইসিডিএস)	২৭০০০.০০	১৬৫৪৯.৮৯
২৯	ইন্টিগ্রেটেড শিশু সুরক্ষা প্রকল্প (আইসিপিএস)	১২০০.০০	৬১০.৭১
৩০	কিশোরী মেয়েদের জন্য প্রকল্প (এসএজি) -সবলা	২৫৫.০০	৩২.২৭
৩১	পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ (এসটি)	৩১০০.০০	২৩৫৫.৭৮
৩২	জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহ মিশন (এনআরএলএম) / (এসজিএসওয়াই) (ডিআরডিএ সহ)	১১২০০.০০	৭৮৫২.৫৭
৩৩	জাতীয় শহুরে জীবিকা নির্বাহ মিশন (পুনরায় নাম-দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা (NULM)	১৬৪০.০০	৭৮৭.৮৭
৩৪	দক্ষতা উন্নয়ন মিশন (কর্মসংস্থান)/ ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস	৩১.২২	১১.১৬
৩৫	জীবিকা নির্বাহের জন্য দক্ষতা অর্জন এবং জ্ঞান সচেতনতা (সংকল্প)	২৪২.০০	১৬৫৯.১১
৩৬	জাতীয় বনায়ন কর্মসূচি (সবুজ ভারতের জন্য জাতীয় মিশন)	৯০০.০০	৩৭৫.৮৮
৩৭	বন ব্যবস্থাপনা	১৫০.০০	১০৩.৪৩
৩৮	অটল মিশন ফর রিজিউভেনশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন (এএমআরইউটি)	১৬০০.০০	১০৪.০০
৩৯	মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ / নির্ভয়া ফান্ডের আওতায় জরুরী হেল্পলাইন	২০০.০০	১৮৬.৯৮

তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের কারনে গত বেশ ক'মাস ধরে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রদান থেকে শুরু করে, হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, কৃষকদেরকে বিনামূল্যে সার, কীটনাশক, বীজ সরবরাহ, বিনামূল্যে কৃষি, সেচ ও কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, গ্রাম ও শহরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণে সাহায্য, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় রাস্তা নির্মাণ, নিবির শিশু উন্নয়ন (আইসিডিএস) পরিষেবার কাজকর্ম এক রকম বন্ধ হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে পড়েছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিমে বেকারদের কর্মমুখী করে তোলতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দানের কাজ থেকে শুরু করে গ্রামীন জীবিকা মিশনের কাজকর্ম। নতুন করে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া দূরের কথা পুরানো ও চালু বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড গুলিই চালু রাখা যাচ্ছেনা। রাজ্য অর্থ দপ্তরের সদ্য প্রাক্তন একাদিক আমলা এবং রাজ্যের একাদিক অর্থনীতির বিশেষজ্ঞর সাথে কথা বলেছি। কিন্তু তারা কেউই এটা হলপ করে বলতে পারছেন না যে খুব সহসায় রাজ্যের এই বেহাল অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘুচবে। কেননা, দেশের আর্থিক হালও তলানিতে। দেশে কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত কর আদায় এবছড় আশানুরূপ হয়নি। দু'দশকে এই প্রথমবার প্রত্যক্ষ কর আদায়ে ঘাটতি ঘটেছে দেশে। দেশে ১৩.৫ ট্রিলিয়ন প্রত্যক্ষ কর আদায়ের টার্গেট করেছিল মোদী সরকার। যা ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের থেকে ১৭ শতাংশ বেশি। কিন্তু ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের ঘরে যে কর আদায় হয়েছে তা গত অর্থবর্ষে জানুয়ারিতে জমা হওয়া করের তুলনায় ৫.৫ শতাংশের থেকেও কম। এই প্রথম প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহে এত ঘাটতি হচ্ছে এবছর। দেশের অর্থনীতির এই বেহাল দশা নিয়ে দেশ জুড়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরাও। আর তার প্রভাবেই ত্রিপুরার এই বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থা বলে মনে করেন রাজ্য অর্থ দপ্তরের সদ্য প্রাক্তন একাদিক আমলা এবং রাজ্যের একাদিক অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা। কেননা, ত্রিপুরা সরকারের বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ অর্থই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে। তাই, কেন্দ্র কাঙ্খিত অর্থ প্রদান না করলে ত্রিপুরার মত রাজ্যের সমস্যা হতে বাধ্য। তাই ত্রিপুরার নয়া মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার মানুষকে নিজের পায়ে দাড়া করানোর কথা বলছেন। কাজটা দুরুহ হলেও উদ্যোগটাকে সাধুবাদ দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু তার বাস্তবে রুপ দিতে গিয়ে গত ২২ মাসেই ত্রিপুরার অর্থনীতির যে বেহাল অবস্থাটা হয়েছে, তাই তারাহুরু করে আম জনতার উপর একের পর এক অর্থনৈতিক এবং করের চাপ না বারিয়ে, এই বেহাল অবস্থা থেকে ত্রিপুরাকে বের করে আনতে আগে বাস্তবমুখী সুদৃঢ়, সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ জরুরী এটা বলাই বাহুল্য। (তথ্য সুত্র অর্থ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরাইনফো কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ)